দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 DEC 1998 ..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ

গত ৩০-১১-৯৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা গেল যে, সরকার কলেজের ক্লাসসমূহ রুটিনমাফিক ৯টা হইতে ৫টা পর্যন্ত নিশ্চিত করিতে একটি সার্কুলার জারি করিয়াছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। কিন্তু উক্ত সার্কুলারের উদ্ধৃতি দিয়া অধ্যক্ষ সাহেবগণ নোটিস প্রদান করিয়াছেন যে, শিক্ষকদেরকে সকাল ৯টা হইতে ৫টা পর্যন্ত কলেজে অবস্থান করিতে হইবে। ইহাতে ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে অনেক শিক্ষক হয়রানি হইতে পারেন বলিয়া আমরা শংকিত। কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীটি টেবিল-চেয়ার আর ফাইলপত্র সামনে নিয়া বসিয়া থাকার চাকুরী নয় যে, সকাল ৯টায় আসিয়া রুটিন ওয়ার্ক সারিয়া ৫টা পর্যন্ত বসিয়া থাকিতেই হইবে। ক্লাসে পাঠদানের জন্য একজন শিক্ষককে যথেষ্ট লেখাপড়া ও মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। বিষয়টি গবেষণাধর্মী। যে কারণে তাঁহার প্রচুর সময়ের দরকার। এ কারণে বাধ্যতামূলকভাবে কলেজে অবস্থান করিতে বলা কতখানি যৌক্তিক তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাই। পত্রিকায় বলা হইয়াছে, কলেজ পালানো শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুতকরণের কথা। ইহা কি সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কলেজ শিক্ষকদেরকে হেয় করিবার সামিল নহে? শিক্ষকদের চাইতে নিষ্ঠাবান ও উন্নত মানসিকতার লোক কি সত্যিই এদেশে আছেন? ছাত্রদের নকল [illegible] শিক্ষকদের [illegible] করা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সকল মহলের আন্তরিকতা কতটুকু তাহাই বিবেচ্য বিষয়। বর্তমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য ডিগ্রী পাস পরীক্ষার দিকে নজর দিলেই বাস্তবতা উপলব্ধি করা যাইবে। নকল প্রবণতার অন্যতম কারণ হইতেছে ছাত্রসংখ্যা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও মফস্বল থানাগুলিতে তিন-চারটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করা হয় যেখানে সেখানে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টিও আরও একটি কারণ। এমতাবস্থায় শিক্ষকবৃন্দ যাহাতে অযথা হয়রানির শিকার না হন সেদিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন বলিয়া আশা করি।

—জনৈক শিক্ষক।